বিশেষ আর্থিক অঞ্চল

SEZ

মালিকী শোষণের নয়া উপনিবেশ

মজদুর ক্রান্তি পরিষদ **MKP**

SEZ — মালিকশ্রেণীর শোষণ জুলুমের নয়া উপনিবেশ

শুরুর কথা

আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে 'উন্নয়নে'র জয়ধ্বজা উড়ছে। দিল্লি থেকে ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা থেকে গুজরাট অথবা উড়িষ্যা থেকে মহারাষ্ট্র—সর্বত্রই নাকি 'উন্নয়ন' হবে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, ডান-বাম-রাম সব প্রায় সমস্ত সংসদীয় দল এই 'উন্নয়ন'-এর কাণ্ডারী। দেশ-বিদেশ থেকে নতুন নতুন বিনিয়োগকারী অর্থাৎ মালিকদের খুঁজে এনে নিজ নিজ তালুকে শিল্প গড়ার একের পর এক লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে চলেছে তারা। 'যত বিনিয়োগ তত উন্নয়ন'—এমন একটা মিথ তৈরির মারাত্মক চেষ্টা চলছে। দেশি-বিদেশি মালিকদের বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়বে, রপ্তানি বাড়বে, ফলে গোটা দেশের আর্থিক উন্নয়ন হবে, মাথা পিছু জাতীয় আয়ের হার বেড়ে যাবে অনেকটা—এই রকম প্রচার বেশ জোরালোভাবেই চলছে। নিজ রাজ্যের 'প্রগতি'-র স্বার্থে সরকার, সংসদীয় দল ইত্যাদির সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে প্রচার মাধ্যমের একটা অংশও। 'শিক্ষিত' জনমানসে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রচার গভীর ছাপ ফেলছে, শহরাঞ্চলের উচ্চবিত্ত মানুষের একটা বড় অংশকে এই 'উন্নয়ন'-এর জোরালো সমর্থক করে তুলতে পেরেছে।

এমনই এক পরিস্থিতিতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার 'উন্নয়ন' প্রক্রিয়াকে 'গতিশীল' করতে তৈরি করেছেন এক আইন, যার নাম—**বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০০৫ (স্পেশাল ইকনমিক জোন অ্যাক্ট, ২০০৫ বা SEZ অ্যাক্ট, ২০০৫)**। সংক্ষেপে এই আইনকেই SEZ আইন বলা হচ্ছে। এই আইন বলে যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে তাকেই SEZ বলা হচ্ছে। যেমন, নন্দীগ্রামে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করে একটি SEZ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই কেন্দ্রীয় আইনের ফলে দেশের যে কোন রাজ্যের যে কোনো প্রান্তে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা SEZ গঠন করা যাবে। এই মুহূর্তে গোটা দেশে প্রায় সাড়ে ছ'শো SEZ গড়ে উঠেছে বা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা, আগামী ৫ বছরে ভারতে মোট SEZ-এর সংখ্যা দাঁড়াবে ১০০০। উল্লেখ্য, সারা পৃথিবীতে এর আগে SEZ ছিল প্রায় মাত্র ৪০০টি। স্বাভাবিকভাবেই, দেশের অর্থনীতি এবং সাথে অন্যান্য সবকিছুতেই আসবে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এমন একটি গুরুতর বিষয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের মধ্যে এখনও কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম সারা দেশের নিরিখে এখনও যথেষ্ট দুর্বল। তাই দেশি-বিদেশি মালিকশ্রেণীর শোষণ-জুলুমের নতুন হাতিয়ার এই আইন সম্পর্কে ও তার ফলাফল সম্পর্কে মেহনতি জনগণের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা এক জরুরী কাজ।

কিভাবে তৈরি হল এই আইন

আজ থেকে ২১ বছর আগে গোটা বিশ্বের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল গ্যাট (GATT বা জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ)। সেই গ্যাটের উরুগুয়ে বৈঠকে তদনীন্তন গ্যাট সভাপতি আর্থার ডাঙ্কেল প্রস্তাব দিয়েছিল নয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে। তার মূল বক্তব্য ছিল (ক) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেশজ কৃষি ও শিল্পের পুরোনো ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংস করে এই দেশগুলির বাজার বহুজাতিক সংস্থাগুলির পণ্য যাতে অবাধে প্রবেশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। (খ) অবাধ পণ্য প্রবেশ, অবাধ বিনিয়োগের জন্য সমস্ত আইনী বাঁধা তুলে দেওয়া। (গ) উন্নত দুনিয়ার চড়া মজুরি ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয় এড়িয়ে মুনাফার হার বৃদ্ধির জন্য তৃতীয় বিশ্বের অপেক্ষাকৃত সস্তা শ্রম, সস্তা কাঁচামাল ও দুর্বল সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোবিশিষ্ট অঞ্চলে উৎপাদন কেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ভারত সরকার নানা টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১৯৯১ সালে কংগ্রেস সরকার, পি ভি নরসিমহা রাও-মনমোহন সিং-প্রণব মুখার্জীদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ডাঙ্কেল প্রস্তাব অনুসারী উদারিকরণ নীতি গ্রহণ করে। পুরোনো সমস্ত আইন শিথিল করে দেওয়া হয়। বিদেশি পণ্যের অবাধ প্রবেশ, বিদেশি পুঁজির অবাধ বিনিয়োগ দেশের নয়া আর্থিক নীতি হয়ে ওঠে। বাড়তে থাকে বিদেশি পুঁজির ছোট সহযোগী হয়ে ওঠার দেশীয় উদ্যোগ। ১৯৯৬ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে উদারীকরণের সাথে যুক্ত হয় বেসরকারীকরণ। লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলিকে বেচে দেবার জন্য তারা একটা বিলগ্নীকরণ দপ্তর পর্যন্ত খুলে ফেলে। এই সময়ই আউটসোর্সিং দেশি-বিদেশি মালিকশ্রেণীর অতিরিক্ত মুনাফা সৃষ্টির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠে। তৃতীয় বিশ্ব তথা ভারতের বিপুল পরিমাণ সস্তা শ্রম আর কাঁচামাল ও দুর্বল সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহুজাতিক সংস্থা ও তার দেশীয় সহযোগীদের মুনাফার হার বৃদ্ধির আবশ্যিক শর্ত হয়ে ওঠে। আউটসোর্সিং তারই ফল।

১৯৬৫ তে গুজরাটের কান্ডলায় তৈরী হয়েছিল প্রথম এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (EPZ)। এই EPZ কে SEZ-এর আদিরূপ বলা যেতে পারে। এই EPZ গুলিকে কেন্দ্র করে পরিকাঠামো বিকাশ বা কর্মসংস্থানের কোন লক্ষণীয় নজির ছিল না। তবু ২000 সালে বাজপেয়ী সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী মুরাসলি মারান প্রস্তাব আনলেন SEZ গঠনের। এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয় সর্বত্র। অবাধ বিনিয়োগের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করতে পারলে যে 'উন্নয়ন'-এর বন্যা বইতে থাকবে—একথা সজোরে উচ্চারিত হতে থাকে মালিকদের বিভিন্ন মহল থেকে। সস্তা শ্রম আর সস্তা কাঁচামালের সঙ্গে নানা ধরণের ছাড় দিতে পারলে যে মালিকরা বিনিয়োগ করতে হামলে পড়বে—এই চিন্তায় গোটা বিষয়টিকে আইনসিদ্ধ করার কথা ওঠে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। উদারীকরণের প্রথম রূপকার কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় এসেছে। এই সরকার অবশ্য আরও এককাঠি সরেস। কারণ, ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ২০০৩ সালে SEZ বিল '০৩ তৈরি করে বসা CPM-এই সরকারের অন্যতম পিলার। তাই সকলের মদতে তৈরি হল SEZ আইন, ২00৫।

নতুন বাণিজ্যমন্ত্রী কমল নাথের উদ্যোগে ২00৫-এর ৯ মে লোকসভায় ও ১১ মে রাজ্যসভায় আইনটি পাশ হয়। ২৩ জুন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আবদুল কালাম ঐ বিলে সই করেন। লোকসভা ও রাজ্যসভায় আইনটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়। CPM সহ বাম দলগুলি এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি সকলেই এই বিলকে সমর্থন জানায়। SEZ আইন পাশ হবার পরেই দুটি বিপরীত ছবি একই সাথে এসে উপস্থিত হয়। একদিকে বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজ রাজ্যে SEZ গঠনের জন্য ঝাপিয়ে পড়ে, উন্মত্ত হয়ে উঠে জমি অধিগ্রহণের জন্য। অন্যদিকে মহারাষ্ট্র-উত্তরপ্রদেশ-উড়িষ্যা সহ বিভিন্ন রাজ্য SEZ প্রকল্পের বিরুদ্ধে, রাজ্য সরকারগুলির জোর করে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক বিক্ষোভ শুরু হয়। গোটা দেশ জুড়ে SEZ-এর পক্ষে বিপক্ষে সওয়াল শুরু হয় ব্যাপকভাবে। এরমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক প্রকল্প অনুমোদন করতে থাকে। এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত SEZ-এর সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়েছে। আরো ২৫০টি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায়। সামগ্রিক বিশ্লেষণে ঢোকার আগে আমরা প্রথমেই এক ঝলক দেখে নিই SEZ আইন-এর মুখ্য প্রতিপাদ্যগুলি।

SEZ আইন ২০০৫

এই আইনে মোট ৫৮টি ধারা আছে। আমাদের বিচারে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলিকেই এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ধারা **বিবৃতি**

৩(১) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা যে কোন ব্যক্তি এককভাবে বা যৌথভাবে SEZ গঠন করতে পারে।

৫ কেন্দ্রীয় সরকার কোন এলাকায় SEZ স্থাপন বা অতিরিক্ত এলাকা সংযোজন-এর নোটিফিকেশনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বিবেচনা করবে—

(ক) অতিরিক্ত অর্থনৈতিক কর্মের সৃষ্টি,
(খ) পণ্য ও পরিষেবার রপ্তানি,
(গ) আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে বিনিয়োগের বিকাশ,
(ঘ) কর্মসংস্থানের বিকাশ,
(ঙ) পরিকাঠামোর উন্নতি

৭ SEZ-এ অবস্থিত কোনো কোম্পানি কিংবা SEZ-এর নির্মাতা কর্তৃক যে কোন পণ্য বা পরিষেবা ক্রয় করা হলে, সেই লেনদেনের ওপর প্রথম তপশীলে উল্লিখিত যাবতীয় আইন মোতাবেক প্রযোজ্য কর, শুল্ক বা সেস আরোপ করা হবে না।

১১ কেন্দ্রীয় সরকার SEZ-এ একজন ডেভেলপমেন্ট কমিশনার নিয়োগ করবেন।

১২(৩) ডেভেলপমেন্ট কমিশনারই হবেন SEZ-এর সামগ্রিক অধিকর্তা এবং যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতার নির্বাহী।

২০ অন্যান্য সমস্ত আইনে যাই বলা হোক না কেন, কেন্দ্রীয় সরকার SEZ এলাকায় নোটিফোয়েড অপরাধ হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য কোনো আধিকারিক বা এজেন্সিকে নিয়োগ করতে পারেন।

২১(১) এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো কেন্দ্রীয় আইনের বিধিভঙ্গ করাকেই নোটিফায়েড অপরাধ বলে ঘোষণা করতে পারেন।

২২ নোটিফায়েড অপরাধের ক্ষেত্রে নোটিফায়েড অফিসার বা এজেন্সি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যান্য এজেন্সি ডেভলপমেন্ট কমিশনারের অনুমতি ছাড়া SEZ এলাকায় কোনো তদন্ত করতে পারবে না।

২৩(১) রাজ্য সরকার SEZ অঞ্চলের যাবতীয় দেওয়ানী মামলা এবং নোটিফোয়েড অপরাধ বিচারের জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মতিসাপেক্ষে এক বা একাধিক কোর্টকে দায়িত্ব দিতে পারেন।

২৩(১) চিহ্নিত কোর্ট ছাড়া অন্য কোনো কোর্টে এই জাতীয় মামলা বিচারের ক্ষমতা থাকবে না।

২৬(১) SEZ-এর নির্মাতা ও উৎপাদন সংস্থা নিম্নলিখিত ছাড় পাবে—

(ক) SEZ -এ কোনো পণ্য আমদানি বা কোনো পরিষেবা প্রদানের ওপর আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য হবে না।
(খ) SEZ থেকে ভারতের বহির্ভূত কোনো অঞ্চলে কোনো পণ্য রপ্তানি বা কোনোপরিষেবা প্রদানের ওপর কাস্টমস্ ডিউটি লাগবে না।
(গ) ভারতের SEZ বহির্ভূত অংশ থেকে কোনো পণ্য SEZ-এ আনা হলে তার ওপর উৎপাদন শুল্ক প্রযোজ্য হবে না।
(ঘ) নির্মাতা বা সংস্থাকে করযোগ্য পরিষেবা প্রদানের ওপর কোন পরিষেবা কর প্রযুক্ত হবে না।
(ঙ) সংবাদপত্র বাদে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইনে অন্যান্য সমস্ত পণ্য কেনাবেচার ওপর বিক্রয়কর প্রযোজ্য হবে না।

২৭ SEZ নির্মাতা বা উৎপাদন সংস্থা আয়কর আইনের প্রযুক্ত সুবিধা পাবে।

৩২ কেন্দ্রীয় সরকারSEZ কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সহায়তা বা ঋণ হিসাবে বরাদ্দ করবে।

৪৬ SEZ -এ কর্মরত বসবাসকারী অথবা ত্রড্রদ্ধ -এ উপস্থিত থাকতে হবে এমন যে কোন ব্যক্তিকে ডেভেলপমেন্ট কমিশনার একটি পরিচয়পত্র দেবেন।

৫০ রাজ্য সরকার SEZ -এর নির্মাতা বা উৎপাদককে রাজ্যস্তরের কর বা শুল্ক থেকে ছাড় দেবার জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে।

৫১ SEZ আইনের কোনো ধারা যদি প্রচলিত অপর কোন আইনের কোন ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তবে সেই আইনে যাই বলা যাক না কেন, SEZ আইনের ধারাটিই বলবৎ হবে।

৫৩(১) যে কোন SEZ -ই আলোচ্য আইন প্রযুক্ত হবার দিন থেকে ভারতের শুল্ক সীমানার বাইরে অবস্থিত কোন অঞ্চল বলে গণ্য হবে।

এই হল SEZ আইনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা। SEZ আইনের এই মূল নীতিগুলি কিভাবে প্রয়োগ করা হবে সেই উদ্দেশ্য গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৬-এ **'দি স্পেশ্যাল ইকনমিক জোন রুল, ২০০৬'** প্রকাশিত হয়। তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি নিম্নরূপ:

৫(২) কোনো SEZ গঠনের ক্ষেত্রে জমির নূন্যতম সীমা হবে—

(ক) একাধিক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১০০০ হেক্টর (২৫০০ একর)
(খ) পরিষেবা প্রদানকারী SEZ-এর ক্ষেত্রে ১০০ হেক্টর (২৫০ একর)
(গ) SEZ অঞ্চলের অন্ততঃপক্ষে ২৫ শতাংশ জমি 'প্রসেসিং এরিয়া' হতে হবে।
(ঘ) একটিই পণ্য উৎপাদনের SEZ-এ ১০০ হেক্টর (২৫০ একর)

৫(৫) SEZ গঠনের প্রস্তাব সুপারিশ করার আগে রাজ্য সরকারকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে—

(ক) স্ট্যাম্প ডিউটিসহ যাবতীয় রাজ্য কর ও স্থানীয় কর, শুল্ক বা মাসুল থেকে SEZ-এর নির্মাতা বা সংস্থাকে ছাড় দেওয়া।
(খ) প্রসেসিং এরিয়া কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয় বা উৎপাদনের ওপর মাসুল ও কর ছাড় দেওয়া।
(গ) SEZ-এ বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও বন্টনের অনুমতি দেওয়া।
(ঘ) SEZ-এ জল, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবা দেওয়া।
(ঙ) শ্রম বিরোধ আইনে SEZ-এর অন্তর্ভুক্ত সংস্থা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের বিষয়ে ডেভেলপমেন্ট কমিশনারকে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা দেওয়া।
(চ) SEZ-কে অত্যাবশ্যক পরিষেবা ক্ষেত্র বলে ঘোষণা করা।

১১(১০) SEZ -এর নির্মাতা ননপ্রসেসিং এরিয়াতে বাণিজ্যিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে যেমন স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, হোস্টেল, বিনোদনের ব্যবস্থা, আবাসিক ও বাণিজ্যিক বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদির জন্য জমি বরাদ্দ করতে পারে। SEZ-এর বাণিজ্যিক ও সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও কর ছাড়ের সুবিধা পাওয়া যাবে।

২৩ SEZ -এর নির্মাতা বা সংস্থা ভারতের অন্তর্দেশীয় শুল্ক অঞ্চল থেকে যা যা ক্রয় করবে, সবই রপ্তানি বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য সমস্ত প্রাপ্য সুবিধাই পাবে।

৪৪ SEZ-এ অবস্থিত কোনো সংস্থা যদি কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন করে, তবে ঐ সংস্থা অন্তর্দেশীয় শুল্ক অঞ্চলে চুক্তি চাষ করাতে পারবে এবং চুক্তি চাষের অঞ্চলে সার-বীজ-রাসায়নিক ইত্যাদি পাঠাতে পারবে।

৪৭(১) SEZ-এর কোন সংস্থা অন্তর্দেশীয় শুল্ক অঞ্চলেও কোনো পণ্য বা পরিষেবা বিক্রি করতে পারবে।

৭৫ SEZ-এ পণ্যের ঢোকা-বেরোনোর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কোনো তল্লাশি বা পরীক্ষা করা হবে না। নির্মাতা বা সংস্থার নিজস্ব শংসাপত্রের ভিত্তিতেই পণ্য চলাচল মেনে নেওয়া হবে।

এই হচ্ছে SEZ আইনের মুখ্য বিষয়বস্তু সমূহ। মূল আইন ও তার গুরুত্বপূর্ণ বিধিগুলিকেই আমরা এখানে উপস্থিত করলাম। এখন আমরা ত্রদ্রদ্ব আইন ও তার বিধিসমূহের বিশ্লেষণ, এবং এর প্রায়োগিক দিক উভয় দিক থেকেই SEZ কে বুঝতে চেষ্টা করব।

SEZ আইনের অন্তর্বস্তু

ধারা ৫

এই আইনের ৫নং ধারায় SEZ গঠনের জন্য পাঁচটি কারণ বিবেচনায় আনার কথা বলা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থনৈতিক কর্মের সৃষ্টি, পণ্য ও পরিষেবার রপ্তানি, আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক উৎস থেকে বিনিয়োগের বিকাশ, কর্মসংস্থানের বিকাশ ও পরিকাঠামোর উন্নতি। প্রথম তিনটি কারণ নিয়ে আগে আলোচনা করা যাক।

অতিরিক্ত অর্থনৈতিক কর্মের সৃষ্টি
পণ্য ও পরিষেবার রপ্তানি
আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে বিনিয়োগের বিকাশ

প্রথমতঃ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে 'অতিরিক্ত অর্থনৈতিক কর্ম সৃষ্টি করতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার।

দ্বিতীয়তঃ তা সৃষ্টি হবে 'পণ্য ও পরিষেবার রপ্তানি' করে। রপ্তানিটাই এখানে মূল লক্ষ্য। সরকারের কথা, তা হলে নাকি আমাদের দেশের অর্থভাণ্ডারে বৈদেশিক মুদ্রা আসবে আর দেশের অর্থনীতি ফুলে ফেঁপে উঠবে। সেই লক্ষ্যে এগনোর জন্য SEZ -এ 'আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক উৎস থেকে বিনিয়োগের বিকাশ' অর্থাৎ দেশি-বিদেশি মালিকদের বিনিয়োগ করাতে হবে। মোদ্দা কথা, মুনাফাবাজ দেশি-বিদেশি মালিকরা পণ্য রপ্তানি মারফত ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি করবে। এই বিশেষ লক্ষ্যে তাদের বিনিয়োগ করানো হচ্ছে বলে তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বানিয়ে দেবে।
এখন দেখা যাক দেশি-বিদেশি মালিকদের কি এমন দায় পড়েছে যে তারা এই দেশের স্বার্থে এমন মহান কর্তব্য পালন করবে? আমরা জানি, দেশি-বিদেশি মালিকরা শিল্পের বিকাশ ঘটায় কেবলমাত্র নিজের মুনাফার স্বার্থে। কর্মসংস্থানের জন্যও নয়, সামাজিক উন্নয়নের কোনো দায়ও তার নেই। এই মালিকশ্রেণী যখন SEZ-এ 'অতিরিক্ত অর্থনৈতিক কর্ম সৃষ্টি' করবে অর্থাৎ নতুন ব্যবসা ফাঁদবে, তখনও সে যে কেবলই মুনাফার স্বার্থ দেখবে একথা বলাই বাহুল্য। ফলে সে বিনিয়োগ করবে। রপ্তানি মারফৎ ব্যবসা বাড়াবে কেবলমাত্র মুনাফার স্বার্থেই। SEZ গঠনের মৌলিক উদ্দেশ্য যে মালিকশ্রেণীর এই প্রয়োজনকে সর্বোচ্চ সুরক্ষা দেওয়া—তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

একটা প্রশ্ন এখানে জাগে, এই গোটা বিষয়টিতে রপ্তানি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? প্রধানমন্ত্রী থেকে বাণিজ্যমন্ত্রী, কংগ্রেস-সিপিএম থেকে বিজেপি সকলেরই এক কথা—রপ্তানি করতে পারলেই দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি চরমে উঠবে। যত বেশি রপ্তানি তত বেশি বিদেশি মুদ্রা আর বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার বেড়ে উঠলেই নাকি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। আসুন একবার দেখা যাক এর পেছনের কথাটা আসলে কি?

দেশি-বিদেশি মালিকরা মুনাফার স্বার্থে সর্বদাই সবকিছু সস্তা খোঁজে। কাঁচামাল থেকে শ্রম—সবকিছুই সর্বনিম্ন দামে কিনতে পারাটা সর্বোচ্চ মুনাফার পূর্বশর্ত। অফুরন্ত কাঁচামাল আর সস্তা শ্রমের দেশ আমাদের ভারত। আজ থেকে ১৬ বছর আগে এই সম্পদকে উন্মুক্ত করে দেবার কাজ এদেশে প্রত্যক্ষভাবে শুরু হয়েছেল। নাম দেওয়া হয়েছিল উদারীকরণ। আজ নানান কিছুর মধ্যে দিয়ে এই কাজকে চড়ান্ত রূপ দেওয়ার নাম 'SEZ' দেওয়া হয়েছে। 'রপ্তানি'র নামে সুরক্ষিত করা হচ্ছে মালিকদের। একদিকে নিজ নিজ সাম্রাজ্য পত্তনের আইনসম্মত অধিকার, অন্যদিকে ব্যাপক মুনাফার স্বার্থে সমস্ত রকমের ছাড়—ব্যবসার এমন মৃগয়ার জন্যই তো ভারতের রাজ্যে রাজ্যে SEZ গড়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। সঙ্গে দোসর রাজ্য সরকারগুলোও। আমাদেরই দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে প্রায় সমস্ত দেশীয় আইন বহির্ভুত নিজের সাম্রাজ্যে ১০০ শতাংশ শুল্কহীন বাণিজ্য করবে দেশি-বিদেশি মালিকরা। রপ্তানি করবে SEZ বহির্ভূত দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অথবা বিদেশে। মুনাফার এর থেকে বড় স্বর্গরাজ্য আর কোথাও আছে?

কর্মসংস্থানের বিকাশ

SEZ গঠনের সময় যে সব বিষয়কে হিসাবে রাখার কথা বলা হয়েছে। তার অন্যতম বিষয় হল কর্মসংস্থান বাড়িয়ে তোলা। ফলে SEZ স্থাপন বা সেখানে বিভিন্ন কারখানা তৈরি হলে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে—এমনটাই দাবি SEZ প্রণেতাদের। ১৯৯১ থেকে গত ১৬ বছরে হাজার উদারিকরণ সত্ত্বেও সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগের মোট সংখ্যা বাড়েনি। সাম্প্রতিক জাতীয় নমুনা সমীক্ষায়(৭ম রাউন্ড)দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা ৫৮ শতাংশ কর্মহীন। 'সাধারণভাবে কর্মে নিযুক্ত' জনগণের সংখ্যা গ্রামে ৪৪ শতাংশ ও শহরে ৩৭ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কমল নাথের দাবি SEZ-এর ফলে ৫০ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে।

বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দু'দফায় মোট আড়াই লক্ষ হেক্টর জমি প্রায় ১০০০ SEZ গঠনের জন্য প্রয়োজন। এই বিপুল পরিমাণ জমি আবার

জঙ্গলে বা পাহাড়ে নেওয়া যাবে না—সেখানে পরিকাঠামোর সমস্যা। শহরে তো এই পরিমাণ খালি জমির কোনো প্রশ্নই নেই—স্বাভাবিকভাবে এই জমি নিতে হবে বা নেওয়া হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। SEZ আইনে বলা হয়েছে সেজের জমি হতে হবে একটানা, তার মধ্যে অন্য কোনো জমি বা রাস্তা থাকা চলবে না। সুতরাং এই বিশাল জমি নিতে হাত পড়বে বসতিপূর্ণ গ্রামাঞ্চল এবং কৃষিজমি দুয়েতেই।

এখন অবধি প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী, ১.১৪ লক্ষ কৃষি পরিবার (প্রত্যেক প্ররিবারের সদস্যসংখ্যা গড়ে ৫) এবং ৮২,০০০ কৃষিমজুর পরিবার উৎখাত হবে। সোজা হিসাবে, অন্ততঃ দশলাখ লোক জীবন-জীবিকা থেকে উৎখাত হবে। আর সরকারের দাবি সমস্ত SEZ মিলিয়ে ৫ লক্ষ লোকের কাজ হবে। যদি সরকারি দাবিকে বিশ্বাসও করে নিই তাহলেও বলতে হবে, উচ্ছেদের পরিমাণ কর্মসংস্থানের দ্বিগুণ। উদারীকরণের প্রথম পর্বে যে উচ্ছেদ তুলনামূলক ধীর গতিসম্পন্ন ছিল, তা চূড়ান্ত পর্বে এসে চরম বেগবান হয়ে উঠেছে।

পরিকাঠামোর উন্নতি

সরকার দাবি করে, পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটলে জনগণের জীবনমানের উন্নতি ঘটে। পরিকাঠামোর উন্নতির অর্থ হল, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার উন্নয়ন। SEZ গঠনের জন্য এবং পরবর্তীতে তার অভ্যন্তরে যে ব্যবস্থাপনা কায়েম করা হচ্ছে, তাতে এসব উন্নতি নিশ্চয়ই উচ্ছেদ হওয়া বা SEZ-এ কর্মরত 'দাসশ্রমিক'দের কাজে লাগবে না। কারণ এসব পরিষেবা প্রাপ্তির কোনো পরিস্থিতিই তাদের জীবনে থাকবে না। বিপরীতে এই উন্নত পরিকাঠামো কেবলমাত্র মালিকশ্রেণী ও তাদের অনুসারী একটি মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের বিলাসবহুল জীবনযাপনকে আরামদায়ক ও সুরক্ষিত করবে।

উপরের আলোচনাগুলি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে ৫নং ধারার ৫টি পয়েন্ট কোন শ্রেণীস্বার্থকে বিবেচনায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই আইনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, এক এবং একমাত্র মালিকশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থেই এমনটি দেশের সার্বভৌমত্ব বিদেশি মালিকশ্রেণীর হাতে তুলে পিছপা নয় কেন্দ্র-রাজ্য সরকার তথা প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সংসদীয় দলগুলিই।

ধারা ১১, ১২(৩) ২০, ২১(১), ২২, ২৩, ৪৬, ৫১, ৫৩(১)/বিধি ৭৫
উদারিকরণ টান মারছে দেশের তথাকথিত স্বাধীনতাকেও
নতুন রঙে ফেরাতে চাইছে উপনিবেশের পুরোনো দিনগুলোকে

কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি সেজে একজন ডেভলপমেন্ট কমিশনার নিয়োগ করবেন (ধারা ১১), যার মূল দায়িত্ব হল SEZ-এর গঠন ও রপ্তানি বৃদ্ধি ঘটানো। এই ডেভলপমেন্ট কমিশনারই SEZ-এর সামগ্রিক অধিকর্তা এবং যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতার নির্বাহী (ধারা ১২/৩)।

তারপর এই আইনে বলা হচ্ছে যে ভারতীয় সমস্ত কেন্দ্রীয় আইনের বিধিভঙ্গকে কেন্দ্রীয় সরকার নোটিফায়েড অপরাধ বলে ঘোষণা করতে পারেন (ধারা ২০), আর এই অপরাধের তদন্ত, অনুসন্ধান, তল্লাশি বা বাজেয়াপ্ত করার কাজ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নোটিফায়েড কোনো আধিকারিক বা এজেন্সি ছাড়া অন্য কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি করতে পারবে না (ধারা ২১/১) শেষতঃ, ডেভলপমেন্ট কমিশনারের অনুমতি ছাড়া কোনো আধিকারিক/এজেন্সিই (নোটিফায়েড হলেও) তল্লাশি, তদন্ত বা বাজেয়াপ্ত করার কাজ করতে পারবে না (ধারা ২২)। আরও আছে— চিহ্নিত কোর্ট ছাড়া অন্য কোনো কোর্টে এ জাতীয় মামলা বিচারের ক্ষমতা থাকবে না। SEZ-এ কাজ করবেন এমন যে কোন ব্যক্তিকে (তিনি সেখানে বসবাস করুন বা বাইরে থেকে যাতায়াত করুন) ডেভেলপমেন্ট কমিশনার একটি পরিচয়পত্র দেবেন (ধারা ৪৬)। SEZ আইনের কোন ধারা যদি দেশীয় আইনের ধারার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, সেক্ষেত্রে SEZ আইনই প্রযোজ্য হবে (ধারা ৫১)। আর সবশেষে, কফিনের শেষ পেরেক—যে কোন SEZ ই ভারতের শুল্ক সীমানার বাইরের অঞ্চল বলে গণ্য হবে (ধারা ৫৩/১)। SEZ পণ্য ঢোকা-পেরোনোর ক্ষেত্রে কোন তল্লাশি বা পরীক্ষা হবে না, নির্মাতা বা সংস্থার নিজস্ব শংসাপত্রের ভিত্তিতেই পণ্য চলাচল মেনে নেওয়া হবে।

আচ্ছা, এর সঙ্গে কি তুলনা করা চলে না ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে কলকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটি তিনটি গ্রামকে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে তুলে দেওয়ার ঘটনাটা? তিনশো বছর আগেকার সেই ইতিহাস কি আমাদের মনে করিয়ে দেয় না ব্রিটিশ-ফরাসী-ডাচ-পর্তুগীজ উপনিবেশগুলোর কথা? মুঘল বাদশার আমলে এদেশের একেকটা অঞ্চলের প্রভু হয়ে বসেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো বিদেশি বানিয়ারা। মুনাফার লালসায় তাদের সঙ্গে আজকের বিদেশি কোম্পানিগুলোর মিল ১০০ শতাংশ, ধরণধারণটাই যা আধুনিক হয়েছে। পত্তনি বানিয়ে দেবার ধরণটাও তাই পরিবর্তন এসেছে। সেদিনের মুঘল বাদশার জায়গায় এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাদশার আইন বদলে হয়েছে SEZ আইন। ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হবে নতুন নবাব। তাই তার হাতেই সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। তার অনুমতি ছাড়া কেউ থাকতে পারবে না SEZ-এ। তার দেওয়া পরিচয়পত্রেই SEZ অধিবাসীর পরিচয়, কেবলমাত্র তার অনুমতিতেই চলতে পারে কোনো অপরাধের তদন্ত অনুসন্ধান। এসব অপরাধের বিচার হবে বিশেষভাবে চিহ্নিত কোর্টে— এসব কিছুই সোজাসাপটা বুঝিয়ে দেয়, দেশের মধ্যেকার এই বিদেশের নাম SEZ, যেন এক একটা ক্ষুদে উপনিবেশ। দেশের সমস্ত আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেখানে চালু থাকবে উপনিবেশের নয়া আইন। সেই আইনের এক ও একমাত্র উদ্দেশ্য দেশি-বিদেশি মালিকদের চরম মুনাফার গ্যারান্টি তৈরি করা। চালু দেশী আইনে মেহনতি মানুষের জন্য যে ছিটেফোঁটা গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্ততঃ আইনসঙ্গত সুযোগ আছে আজ সেটাও কেড়ে নিতে উদ্যত আগ্রাসী মালিকরা। SEZ আইন তারই ফসল। পৃথিবীর 'বৃহত্তম গণতন্ত্রে'র সমস্ত আইনকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে মালিকশ্রেণী 'মুনাফার জন্য নিপীড়ন'-কে আইনসঙ্গত করে তুলেছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত পার্টি-সংসদীয় দল কমবেশি দুহাত তুলে স্বাগত জানাচ্ছে এই উপনিবেশীকরণকে। মালিকী প্রভুত্বের আর এক অনন্য নিদর্শন SEZ-এ পণ্য চলাচলে কোনো বিধিনিষেধ না থাকা। এ হল মালিকদের সমস্ত ধরনের 'আইনসম্মত' নিপীড়নের পাশাপাশি দুর্নীতি আর স্বেচ্ছাচারিতার আইনী অধিকার। সব মিলিয়ে দেশের মধ্যের এই মালিকদের উপনিবেশগুলি এগোতে এগোতে গোটা দেশটাকে গিলে নেবে আর্থিক-সামাজিক পরাধীনতার নাগপাশে। দেশে 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা' এক ফাঁপা বুলিতে রূপান্তরিত হবে পুরোপুরি।

ধারা ২৬(১), ২৭, ৩২, ৫০/বিধি৫(৫), ২৩, ৪৭(১)
হাজারো রকমের ছাড় আর সুবিধা—সরকারী আয়ে চরম ক্ষতি
মালিকানা মুনাফার স্বর্গরাজ্যে নিষিদ্ধ শ্রমজীবি জনতার লড়াই

ছাড় ও সুবিধা

সেজে পণ্য আমদানি বা কোনো পরিষেবা প্রদানের ওপর আমদানি শুল্ক লাগবে না। পণ্য রপ্তানিতে লাগবে না কোনো কাস্টময় ডিউটি। ভারতের ত্রদ্রব্ব বহির্ভূত অঞ্চল থেকে কোনো পণ্য SEZ-এ আনা হলে উৎপাদন শুল্ক লাগবে না। নির্মাতা বা সংস্থাকে দিতে হবে না কোনো পরিষেবা কর, দিতে হবে না কোনো বিক্রয়কর (সংবাদপত্রে বাদে) (ধারা ২৬/১)। কেন্দ্রীয় সরকার SEZ নির্মাতাকে উপযুক্ত পরিমাণ আর্থিক সহায়তা বা ঋণ দেবে (ধারা ৩২)। রাজ্য সরকার সেজের নির্মাতা বা উৎপাদক সংস্থাকে রাজ্যস্তরের কর বা শুল্ক থেকে ছাড় দিতে পারবে (ধারা ৫০)। এছাড়াও আছে জমি কেনাবেচা বা ইজারা দেবার ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড়, সমস্ত স্থানীয় কর ছাড়, বিদ্যুৎ কেনা বা উৎপাদনের ওপর মাসুল ও কর ছাড়, জল বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবা দেওয়া, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও বন্টনের অনুমতি দেওয়া।

আয়কর ছাড়

● SEZ নির্মাতার ক্ষেত্রে প্রথম ১৫ বছরের মধ্যে তার ইচ্ছেমত যে কোন টানা দশ বছর SEZ থেকে প্রাপ্ত আয় আয়করের আওতা থেকে ছাড় পাবে।

● SEZ-এর কোনো সংস্থার প্রথম পাঁচ বছরের রপ্তানিতে আয় আয়করের আওতা থেকে পুরোপুরি ছাড় পাবে। পরবর্তী পাঁচ বছরে ঐ আয়ের অর্ধাংশ এই সুযোগ পাবে।

● অনাবাসীদের ক্ষেত্রে SEZ-এব্যাংকে সঞ্চয়ের সুদের ওপর কোনো আয়কর লাগবে না।

● SEZ-র কোনো সংস্থার লোকসান হলে তা পরবর্তীকালের লাভের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে।

এই সুবিধাগুলি SEZ নির্মাতা উৎপাদক ও অনুৎপাদক— উভয় ক্ষেত্রেই পাবে। অর্থাৎ কারখানার পাশাপাশি আবাসন, হোটেল, বিনোদন কেন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রেও এইসব সুবিধা পাওয়া যাবে।

এবারে আসা যাক, এই ছাড়ের বন্যার ফলাফলে। আমরা জানি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর সংগ্রহের মাধ্যমে সরকার তার কোষাগার পরিচালনা করে কর বাবদ এই রাজস্ব সংগ্রহ করে সরকার আর একটা ক্ষুদ্র অংশ কাজে লাগায় সামাজিক পরিষেবামূলক খাতে। এজন্য কোন পরিষেবা খাতে কত বরাদ্দ হল তা ঘোষণা প্রতিবছর ঘোষণা করা হয় বাজেটে। প্রয়োজনে সরকার কর সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ায়-কমায়, দেশের মধ্যে ও বাইরে থেকে ঋণ করে। আমরা যদি ধরেও নিই, সরকার যেটুকু নিয়ম আছে, তা নীতিনিষ্ঠভাবে মেনে চলে, তাহলেও এই ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন হচ্ছে সেটা দেখা যাক।

এই সমস্ত ছাড় মানে প্রায় ৩২ শতাংশ রাজস্ব ঘাটতি হয়ে যাবে। এর অর্থ পাঁচ বছর পরে সরকারি তহবিলে ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকার ওপর রাজস্ব ক্ষতি। পরিসংখ্যান বলছে, এই অর্থ দিয়ে ৩২ কোটি লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা করা যেত কিংবা পরবর্তী ৫ বছরে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবার থেকে অন্তত দুজন সদস্যের নিশ্চিত চাকরির ব্যবস্থা করা যেত। যখন গোটা দেশ জুড়ে কর্মসংস্থানের হাহাকার, কোটি কোটি মানুষ দুবেলা খেতে পায় না, ১০০ দিনের কাজের নিরাপত্তা দিতেই সরকারের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে—সেখানে এই বিপুল রাজস্ব ঘাটতি কার স্বার্থে ঘটানো হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই নতুন করে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

রাজস্ব হানির সোজা মানেটা হল সরকারের রোজগার কমে যাওয়া। তার ফলে গণবন্টন ব্যবস্থা থেকে চিকিৎসা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষার যে ছিটেফোটা সরকারি ব্যবস্থাপনা আছে তা পুরোপুরি শেষ করে দেওয়া হবে। রাজস্ব ও ঋণ মিলিয়ে সরকারের মোট আয়ের ১৫ শতাংশের মত বরাদ্দ হয় স্বাস্থ্য-শিক্ষা-দারিদ্র দূরীকরণ-গণবন্টন-জ্বালানী-বিদ্যুৎ-কৃষিতে ভর্তুকি দিতে। এখন SEZ-এর কারণে ৩২ শতাংশ রাজস্ব ঘাটতি হলে সরকার তা দুভাবে মেটাতে পারে, এক সামাজিক খাতে ভর্তুকি বন্ধ করে—যেমনটা ঘটছে উপরে উল্লেখিত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। দুই, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে যার অর্থ পরোক্ষে দেশবাসীর মাথায় সেই ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে। বিদ্রোহ-বিক্ষোভ দমাতে তথা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সরকার দুটি পদ্ধতিই চালু রেখেছে। এর মারাত্মক প্রভাব এসে পড়ছে দেশের দরিদ্রশ্রেণী তথা মেহনতি জনগণের ওপর। বেকারিত্ব-কর্মসংকোচন-কর্ম অনিশ্চয়তার জাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে দেশের আশি কোটি মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে।

SEZ হল অত্যাবশ্যক পরিষেবা ক্ষেত্র— শিল্প-বিরোধ আইন মারফত
কেড়ে নেওয়া হয়েছে প্রতিবাদ করার ন্যূনতম অধিকারটুকুও

SEZ-এ শ্রমবিবাদের ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট কমিশনারকে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দেশের বর্তমান শ্রম আইন অনুযায়ী শিল্পে মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শ্রমিক বা মালিকপক্ষ শ্রমদপ্তরে সরাসরি যেতে পারেন। SEZ-এ কোনো বিরোধ হলে শ্রমদপ্তরে অভিযোগ জানাতে পারাটা ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের মর্জিসাপেক্ষ শ্রমদপ্তরের তদন্ত করার অধিকাব, শিল্প সুরক্ষা দপ্তরের কোন SEZ কারখানায় সেফটি ব্যবস্থা তদন্তের অধিকার— সমস্ত কিছুই ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের মর্জি সাপেক্ষ। ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের মূল দায়িত্ব SEZ গঠন ও রপ্তানির বৃদ্ধি ঘটানো, তাই তিনি যে অন্য সমস্ত চালু আইনী অধিকারগুলি শ্রমিক-কর্মচারীদের হাত থেকে কেড়ে নেবেন—একথা বলাই বাহুল্য। মালিকশ্রেণী বর্তমানে কি পরিমাণ নিপীড়ন চালায়, অসাধু শ্রম শোষণ করে, যে কোনো সচেতন ব্যক্তিই তা জানেন। SEZ ব্যবস্থায় একজন ডেভেলপমেন্ট কমিশনার কিভাবে মালিকশ্রেণীর হাতের পুতুল হয়ে যাবে। স্বভাবতঃই, সেই কমিশনার যে এক্ষেত্রে 'রপ্তানির স্বার্থরক্ষায়' ১০০ শতাংশই মালিকী নিপীড়নের পক্ষে দাঁড়াবে তা বুঝতে বাকি থাকে না। ব্যতিক্রম কিছু ঘটলেও এটাই যে সাধারণ অবস্থা হবে তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

এবার দেখা যাক, দ্বিতীয় অস্ত্র অর্থাৎ SEZ কে অত্যাবশ্যক পরিষেবা ক্ষেত্র বানানোর ফল। প্রথমত, ধর্মঘট বা কর্মবিরতি করা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়েই মিছিল-মিটিং করা যাবে। তৃতীয়ত, সংস্থাগুলি ২৪ ঘণ্টাই উৎপাদন করতে পারবে। চতুর্থত, শ্রমসময়ের সর্বোচ্চ সীমার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংস্থাগুলি ছাড় পাবে। পঞ্চমত, উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ ছুটি বা অন্যান্য অধিকার খর্ব করতে পারবে। ষষ্ঠত, শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একদম শুরুতেই কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার এসমা বা অত্যাবশ্যক পরিষেবা বজায় রাখার আইন প্রয়োগ করবে পারবে।

ওপরের ছ'টি বিষয় সোজাসুজি বুঝিয়ে দিচ্ছে, SEZ-এ শ্রমিকশ্রেণী প্রায় দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের দেওয়া পরিচয়পত্রে তার অধীনতার শুরু। মালিকের সঙ্গে বিরোধে তার অভিযোগ জানানোর অধিকার ডেভেলপমেন্ট কমিশনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর অত্যাবশ্যক পরিষেবা ক্ষেত্রের আইনে তার মালিকের দাসে রূপান্তর। এরপর যে কোনো প্রতিবাদের শুরুতেই আরো নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া, পুলিশী

নিপীড়ন—গ্রেপ্তার, জেলে আটকে রাখা—সমস্তটাই আইনসিদ্ধ। সবটাই আইন মোতাবেক। তাই আজ SEZ-র অপর নাম বিশেষ শোষণ অঞ্চল (Special Exploitation Zone), যার ইংরাজী করলে সংক্ষিপ্ত আকারে 'SEZ'ই হয়।

যে চীনের SEZ কে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, সেখানে চলা নিদারুণ শোষণের টুকরো ছবিগুলোই এখানকার ভবিষ্যতের জীবন্ত প্রমাণ। চীনের এক একটা প্রদেশ নিয়ে তৈরী বিশাল SEZ গুলোতে শ্রমিকদের উপর বেদম অত্যাচার, জীবন-জীবিকার নিরাপত্তাহীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর দমন-পীড়ন, বিনোদনশিল্পের নামে মহিলাদের মর্যাদাহানিকর নানা পেশায় নিয়োগ করা আর জমি অধিগ্রহণের জন্য অসংখ্য হত্যার খবর নিশ্ছিদ্র বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে মাঝে মাঝেই। অবাধে সস্তা শ্রম সরবরাহের এমন সংগঠিত ব্যবস্থা বিশ্বের পুঁজিপতিদের কাছে লোভনীয় উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

বিধি ১১(১০)

মুনাফার সহজ উপায়—ঢালাও প্রোমোটারী ব্যবসা

SEZ নির্মাতা অনুৎপাদনমূলক অংশে বাণিজ্যিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, হোটেল, বিনোদনের ব্যবস্থা, আবাসিক ও বাণিজ্যিক বাড়ি নির্মাণ— ইত্যাদির জন্য জমি বরাদ্দ করতে পারে। SEZ-এর বাণিজ্যিক ও সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও কর ছাড়ের সুবিধা পাওয়া যাবে। আগেই আমরা দেখেছি যে, SEZ-এর অন্তত ২৫ শতাংশ জমিতে কারখানা বানাতে হবে। বর্তমানে তা পঞ্চাশ শতাংশ করা নিয়ে সরকারি মহলে আলোচনা চলছে। তাহলে বাকি ৭৫ বা ৫০ শতাংশ জমির জন্য বিধি ১১(১০)। অর্থাৎ, সেই জমিতে গড়া হবে আবাসন। প্রমোটাররা যেমন এলাকায় জমি নিয়ে ফ্ল্যাট বানায়, তেমনি SEZ-এর অর্ধেক বা তিন-চতুর্থাংশ জমিতে বড় বড় সংস্থাও ফ্ল্যাট, শপিং মল, সিনেমা-থিয়েটার, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স বানিয়ে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা চালাবে। যার সহজতম নাম প্রোমোটারি ব্যবসা। যে ব্যবসা বুনিয়াদী না হলে হবে কি, এর মাধ্যমে কয়েকশো গুণ মুনাফা নিয়ে অতিদ্রুত সাম্রাজ্য বাড়িয়ে তোলে মালিকশ্রেণী। তাই টাটা থেকে আম্বানি, পস্কো থেকে আর্সেলর— সকলেই মুনাফার সহজ পথে তীব্রভাবে আকৃষ্ট। আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলতেই জমির উৎপাদন ক্ষেত্রকে যথাসম্ভব ছোট করে, আবাসন ব্যবসাকে ব্যাপকভাবে দেবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে SEZ-এ। মালিকদেরও উৎপাদন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে হাত পাততে হবে না। গুনতে হবে না সুদের টাকা। প্রমোটারির চটজলদি মুনাফায় ফুলে ফেঁপে উঠবেন তারা। উৎপাদন ক্ষেত্রকে এভাবে ফাটকা পুঁজির হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর সরকার তথা দলগুলি—মালিকশ্রেণীর পায়ে কোন স্তরে আত্মসমর্পণ করেছে তারা, তা সহজেই অনুমেয়।

বিধি ৪৪

SEZ-এ অবস্থিত কোন সংস্থা যদি কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন করে, তবে ঐ সংস্থা অন্তর্দেশীয় শুল্ক অঞ্চলে চুক্তি চাষ করাতে পারবে এবং চুক্তি চাষের অঞ্চলে সার-বীজ-রাসায়নিক ইত্যাদি বিনা শুল্কেই ব্যবহার করতে পারবে।

তার মানে SEZ-এর অন্তর্ভুক্ত কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী দুভাবে এদেশের কৃষিপণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় ঢুকবে। এক, SEZ-এর উৎপাদন অঞ্চলেই সে খামার তৈরি করে শস্য উৎপাদন করতে পারে। সেই পণ্য রপ্তানি মারফৎ দেশের কৃষিপণ্যের বাজারে ঢুকে পড়তে পারে। প্রথাগত শ্রম-নির্ভর কৃষিকে উঠিয়ে দিয়ে বহুজাতিক সংস্থার পুঁজি নির্ভর বৃহদায়তন যান্ত্রিক উৎপাদন চালু করে দেশের কৃষিপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করবে তারা। দুই, দেশের SEZ বহির্ভূত অঞ্চলে চুক্তিচাষ করতে পারবে, যার অর্থ ব্রিটিশ জমানার চাষীদের যেমন নীলকর সাহেবরা নীল উৎপাদন করতে বাধ্য করত, তেমনই আজকের বহুজাতিকরা (কার্গিল, মনসেন্টো প্রভৃতি কোম্পানি) কৃষককে দাদন দেবে মরসুমের শুরুতেই, তাদের পছন্দসই ফসল চাষ করার জন্য। বীজ, সার, কীটনাশকও ধরা থাকবে সেই দাদনের মধ্যে। ফসল তৈরি হবার পর কোম্পানিই সেই ফসল কিনে নেবে তার পছন্দমতো দামে। যেহেতু দাদন নেওয়া রয়েছে, কৃষক দামে না পোষালেও না বলতে পারবেন না। ফসলের দাম থেকে প্রথমেই দাদন বাবদ অর্থ কেটে নেওয়া হবে। এখন যদি কোনো কারণে ফসলের গুণমান কোম্পানির পছন্দ না হয়, তবে তারা ঐ ফসল নাও কিনতে পারে। তখন ঐ ফসল বাজারে বেচে ঋণ শোধ করতে হবে। বিষয়টা তাহলে দাঁড়াল এই যে, গ্রামের অসংগঠিত জোতদার-মহাজনদের হাত থেকে মুক্ত করে কৃষকদের ফেলে দেওয়া হল বহুজাতিক সিংহদের মুখে। আজ ভারতের বুকে আরো একবার নতুন করে 'নীলদর্পন' নাটক লেখার পটভূমি তৈরি হচ্ছে প্রান্তে-প্রান্তরে।

যেদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ভয়াবহ রকমের কম, মাত্র ০.২৫ একর—সেদিকে কোনরকম নজর না দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বানানো জমি অধিগ্রহণ আইনকে ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ একর জমি মালিকদের হাতে নামমাত্র মূল্যে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি অনুমোদনের প্রথম পর্যায়ে মোট ১.২৫ লক্ষ হেক্টর (১ হেক্টর = ২.৫ একর) মুখ্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়েও প্রায় একই পরিমাণ জমি ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

তাহলে SEZ-এ উৎপাদন অঞ্চলে কৃষিপণ্যের 'আধুনিক' উৎপাদন অথবা অন্তর্দেশীয় শুল্ক অঞ্চলে বিনা শুল্কে নিজেদের বীজ, সার, রাসায়নিক ব্যবহার করিয়ে চুক্তিচাষ মারফৎ উৎপাদন— উভয়দিক থেকে কৃষিপণ্য ব্যবসার বহুজাতিক মালিকরা আর তাদের দেশীয় দোসররা ঝাঁপিয়ে পড়বে দেশের চালু কৃষিব্যবস্থার আমূল রূপান্তরে। এমনিতেই আমাদের দেশ কৃষিতে স্বনির্ভর নয় কোন দিক থেকে— না মাথাপিছু জমির পরিমাণে, না মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনে। গমের ফলন আশানুরূপ না হওয়াতে গত দু'বছরই রাশিয়া থেকে গম আমদানি করে রেশন ব্যবস্থাকে সামলাতে হয়েছে।

এখন এই বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি SEZ-এ রূপান্তরিত হলে, তার অধিকাংশটাই যে কৃষিপণ্য উৎপাদনে যাবে না, সেটা সহজেই অনুমেয়। ফলে একদিকে মোট কৃষিপণ্য উৎপাদনের জমি কমে যাওয়া এবং অন্যদিকে কৃষিপণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া SEZ- এর অভ্যন্তরে পুজিনিবিড় হওয়ার দরুন ও SEZ বহির্ভূত অঞ্চলে ক্রমাগত চুক্তিচাষের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার যে বিরাট বিপরীত যাত্রা শুরু হবে, তা নয়া উপনিবেশীকরণের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করে তুলবে।

SEZ — অন্তর্বস্তুগত সারসংক্ষেপ

সংক্ষেপে, এই হল SEZ আইনের অন্তর্বস্তুগত দিকগুলি। আমরা এতক্ষণ ত্রম্রদ্ধ আইনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি নিয়ে যে আলোচনা করলাম, তা যে গোটা দেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতিতে সামগ্রিক পরিবর্তন আনার এক মালিকী রাজসূয় যজ্ঞ, সমগ্র আইনটি যে সেই লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছে এবং প্রয়োগ হচ্ছে—এ সত্যকে স্পষ্ট করে তুলেছে। একনজরে আলোচনার প্রধান দিকগুলিকে দেখে নেওয়া যাক

(১) SEZ হয়ে উঠেছে ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এমন এক অঞ্চল, যেখানে ভারতের আইন না মানাটাই হবে সাধারণ আইন।
(২) তাই SEZ-এ সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রসঙ্গটাই হয়ে উঠবে এক অগণতান্ত্রিক প্রশ্ন।
(৩) SEZ নির্মাতা ও উৎপাদক সংস্থা সমস্ত রকম করের হাত থেকে রেহাই পাবে। ফলে ঘটবে বিপুল রাজস্ব ঘাটতি। তার ফলে ব্যাপকভাবে কমে যাবে সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ।
(৪) SEZ নির্মাতা অবাধে বিনাশুল্ক ও করে প্রোমোটারি ব্যবসা করতে পারবে এবং এতে বিনিয়োগের একটা বড় অংশ বিপুল মুনাফাসহ অতিদ্রুত উশুল করে নিতে পারবে।
(৫) শ্রম আইন মানার বিষয়টি প্রায় নস্যাৎ করে দেওয়া হবে। কেড়ে নেওয়া হবে শ্রমিকদের প্রতিবাদের ন্যূনতম অধিকারগুলিও।
(৬) SEZ স্থাপনের মাধ্যমে চালু হবে কর্পোরেট জমিদারি।
(৭) SEZ স্থাপনের ফলে যত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, তার দ্বিগুণ মানুষ জীবিকাচ্যুত হবেন। বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ মানুষ হারাবেন তাদের পেশা ও পরিবেশ।
(৮) ভেঙে পড়বে বর্তমান কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থা, আরো খারাপ চেহারায় উপস্থিত হবে গোটা কৃষি ব্যবস্থা। খাদ্যশস্যের আমদানিকে ঘিরে বহুজাতিকের দাপাদাপি মারাত্মক চেহারা নেবে।

SEZ —মুখোশ খুলে দিয়েছে ডান-বাম-রাম-সকলের
প্রতিরোধের লড়াই চলছে নন্দীগ্রাম-পস্কো-রায়গড়.....

রামপন্থা - ২০০০ সালে বিজেপি নেতৃত্বে বাজপেয়ী সরকারের ডি.এম.কে দলের মন্ত্রী মুরোসলি মারান নিয়ে এসেছিল এই SEZ গঠনের প্রস্তাব। আইন না বানালেও বিজেপি সরকার স্বাগত জানিয়েছিল এই প্রস্তাবকে। ২০05 সালে কংগ্রেস সরকার SEZ আইন পাশ করাবার সময় বিজেপি সামান্য সংশোধনীর কথা তুললেও পুরো সমর্থন জানিয়েছিল এই আইনকে। এই আইন গৃহীত হবার পর গুজরাটের বিজেপি পরিচালিত নরেন্দ্র মোদির সরকার ঐ রাজ্যে SEZ গঠনের উদ্যোক্তা। ওড়িষায় বিজু জনতা দলের সহযোগী হিসাবে পস্কো বা গোপালপুরের SEZ গঠনের রূপকার তারা। কর্ণাটকে দেবেগৌড়ার দল জনতা দল (সেকুলার) এর সহযোগী হিসাবে ব্যাঙ্গালোর-নন্দীগুড়িতে SEZ গড়ে তুলেছে বিজেপি। নন্দীগ্রামে SEZ-এর বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি SEZ বিরোধিতার খেলায় নেমেছে।

ডানপন্থা - কংগ্রেস দলটি যে SEZ আইন প্রণয়নের প্রধান উদ্যোক্তা, আমরা আগেই দেখেছি। মনমোহন সিং বারংবার বলে চলেছে, SEZ হল সময়ের দাবি। কংগ্রেসের অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম বা NCP দলের কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ার SEZ-এর সমস্যার কথা দু'চারবার উল্লেখ করলেও কংগ্রেসী বানিজ্যমন্ত্রী কমলনাথের পাশেই যে দল আছে, তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে বারবার। গোটা দেশের বিভিন্নপ্রান্তে SEZ বিরোধী আন্দোলন বেড়ে উঠলেও কংগ্রেস দল বা ইউপিএ সরকারের তাতে কিছুই যায় আসে না। সনিয়া গান্ধী-মনমোহন সিংরা ভোটের স্বার্থে আপাতত কিছু বিবেচনার কথা শোনালেও এই আইন মূল বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগ থেকে তারা এক পা সরতে নারাজ। নন্দীগ্রাম গণহত্যার পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার SEZ বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত কমিটির সর্বোচ্চ ৫০০০ হেক্টরের SEZ গঠনের প্রস্তাব বোর্ড অফ অ্যাপ্রুভাল মেনে নিলেও প্রসেসিং এরিয়া ৫০ শতাংশ করা ও SEZ-এর জন্য উচ্ছেদ হওয়া পরিবার কিছু একজনের চাকরির প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। SEZ গঠনের অনুমতি প্রদানের সংস্থা বোর্ড অফ অ্যাপ্রুভাল প্রতিদিন বাড়িয়ে চলেছে নিত্যনতুন SEZ-র সংখ্যা। দিল্লি, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে SEZ-বিরোধী কৃষক আন্দোলনে নির্মম নিপীড়ন চালিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। আজ থেকে ২০ বছর আগে গ্যাটের উরুগুয়ে রাউন্ডের বৈঠকে তদানীন্তন সভাপতি আর্থার ডাঙ্কেল ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে মালিক শ্রেণীর নয়া মৃগয়াক্ষেত্র বানানোর যে প্রস্তাব দিয়েছিল, ১৯৯১ সালে কংগ্রেসের নরসিমা সরকারের আমলে উদারীকরণ ছিল তার প্রথম ধাপ—বৃত্তের সূচনা বিন্দু। আজ ১৬ বছর বাদে সনিয়া-মনমোহন-কমলনাথ সেই বৃত্তের অন্তিম বিন্দু রচনা করেছে।

আঞ্চলিক পন্থা - এই মূহূর্তে ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলোর রমরমা সকলেই জানেন। দেশে উদারীকরণ চালু হবার পর দেশি-বিদেশি মালিকদের এদেশে অর্থাৎ নিজরাজ্যে টেনে আনবার পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তেলেগুদেশমের চন্দ্রবাবু নাইডু। ওড়িশায় বিজু জনতা দলের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক থেকে উত্তরপ্রদেশে কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকা সমাজবাদী পার্টির মুলায়ম সিং যাদব, SEZ-এর প্রথম প্রস্তাবক মুরাসলি মারান সহ আরো অনেকে—প্রত্যেকেই কোনো না কোনো আঞ্চলিক স্তরের সংসদীয় দল, যারা ব্যতিক্রমহীনভাবে SEZ-এর প্রবল সমর্থক। এরাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদ রাজ্যসভায় এই আইনের সপক্ষে ভোট দিলেও বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস SEZ আইন বাতিলের দাবি তুলেছে।

বামপন্থা - CPM ও SEZ

ভূমিহীনের জন্য জমিদখলের লড়াই থেকে
মালিকশ্রেনীর জন্য জমি কেড়ে নিপীড়কে রূপান্তর

যে দল সম্প্রতি পরমাণু চুক্তি নিয়ে সরকারকে জোরালো ধাক্কা দেবার ভান করছে, প্রশ্ন তুলছে দেশের সার্বভৌমত্বের বিপন্নতা নিয়ে, আমেরিকার খবরদারির প্রশ্ন তুলে প্রচারের তীব্র আলো পড়েছে যাদের গায়ে—তারা কি করেছিলেন SEZ আইন পাশ করানোর সময়ে? যাদের লোকসভা রাজ্যসভা মিলিয়ে মোট সাংসদ সংখ্যা ৫২, তাদের উপস্থিতিতেই মাত্র আধঘণ্টায় পাশ হয়ে গিয়েছিল SEZ আইন। সেদিন নন্দীগ্রাম হয়নি, কিন্তু ভারতের সংসদে নন্দীগ্রামের ভিত্তিভূমি রচিত হয়ে গিয়েছিল। তাতে কংগ্রেস-বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সিপিআই(এম)। সংসদের দু'কক্ষেই এই কুখ্যাত আইনের সপক্ষে মত দিয়েছিল তারা। সঙ্গে ছিল সিপিআই, আরএসপি আর ফরোয়ার্ড ব্লক। যদিও নন্দীগ্রামের ঘটনার সমসাময়িক সময় থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আরএসপি আর ফরোয়ার্ড ব্লক SEZ আইনের বিরোধিতা করা শুরু করেছে।

তবে সিপিএম এর দ্বিচারিতা তুলনাহীন। বিগত গ্যাট চুক্তির সময় থেকে ডাঙ্কেল প্রস্তাবিত উন্নয়নের এই দাওয়াই এর বিরোধিতায় তারা সোচ্চার ছিল। মিছিল-মিটিং, সমাবেশ, বনধ্ কোনো কিছুই বাদ যায়নি। এসব করতে করতেই ১৯৯৪ সালে তারা এরাজ্যের জন্য তৈরি করল বিকল্প শিল্পনীতির খসড়া। সেই শিল্পনীতিতে বলা হল, পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন বেসরকারী পুঁজি, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে গলা না ফাটিয়ে যে সিপিএম নেতারা জলস্পর্শ করত না, তারাই রাতারাতি ভোল পালটে ফেললেন। যে দল ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ উদারীকরনের বিরুদ্ধে চিৎকার করে করে গলার শিরা ছিঁড়ে ফেলল, তারাই হঠাৎ বলা শুরু করল বেসরকারী পুঁজি চাই। দেশি-বিদেশি যে রঙের হোক, বিনিয়োগ হলেই হল। আজ থেকে বারো-চোদ্দ

বছর আগে পার্টির দলিলে লেখা হল যে উদারীকরনের যুগে পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারি পুঁজি আকর্ষণ করার উদ্যোগ নিতে হবে বামফ্রন্ট সরকারকে। রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে অনুমোদন করেই তা একমাত্র করা সম্ভব। এর ভিত্তিতেই বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের উদারীকরণ নীতির ফলে উদ্ভুত নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের নীতি মানিয়ে চলতে পারবে।

অর্থাৎ, যে সরকার ক্ষমতায় এসেছিল গরীব মানুষকে রিলিফ দিতে, যারা বলেছিল অপারেশন বর্গা করে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলকে আমূল পাল্টে দেওয়ার কথা—উদারীকরনের ধাক্কায় তারাই 'কেন্দ্রের বঞ্চনা'র বিরুদ্ধে লড়াই এর বদলে কেন্দ্রের সহযোগিতায় দেশি-বিদেশি পুঁজিকে সাদরে ডেকে আনার পথ নিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আমন্ত্রণে বিশেষ দ্রুতগতি সম্পন্ন উড়োজাহাজে চড়ে এরাজ্যে নতুন করে পদার্পণ করল ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দল। মালিকশ্রেণীর আনুকূল্যে নিজেদের সরকারি মসনদকে দীর্ঘস্থায়ী করার বাসনায় তারা দ্রুত নিজেদের পুরোপুরি বদলাতে শুরু করল।

একদিকে, পার্টির ভেতরে এখনও থেকে যাওয়া সৎ কর্মীদের স্তোক দিতে সম্মেলনের দলিলে লেখা হল—"ভূমি সংস্কারের বকেয়া কাজ দ্রুত শেষ করা, শস্যক্রমে পরিবর্তন ঘটিয়ে গম, তৈলবীজ, ডাল, শাকসবজি, ফুল, ফল ও ওষুধ ইত্যাদি চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা, ক্ষুদ্রসেচ বা জলের সুষম ব্যবহার করে যেখানে এক ফসলি জমি আছে সেখানে তা দু'ফসলিতে রূপান্তরিত করা, সম্ভাব্যক্ষেত্রে দুই থেকে তিন ফসলি করার চেষ্টা করা। কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি মাথায় রেখে কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি, মিনিকিট, সেচ, সুসংহত জলবিভাজিকা উন্নয়ন, বীজ, মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক অনুখাদ্যের ব্যবস্থা, জৈবসার ও বিপণনকে লক্ষ্য রেখে সমবায় গঠনের উদ্যোগ নেওয়া, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনকে উৎসাহিত করা।....

অধিকতর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।... হস্তশিল্প, রেশমশিল্প, হোসিয়ারী, চামড়া, প্লাস্টিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিতে হবে। স্থানীয় স্তরে শিল্পোদ্যোগীদের আগ্রহী করে তুলতে হবে। কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।" এখানেই শেষ নয়, বর্তমান শিল্পমন্ত্রী তার প্রবন্ধে লিখছেন, "তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে আমরা সব থেকে গুরুত্ব দিতে চাই। এটা আমরা কোনও মৌলিক কথা বলছি, তা না। যে সব দেশ এই সময়কালের মধ্যে অগ্রসর হয়েছে, আপনারা জানেন তাদের মূল অগ্রগতির ভিত্তি হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ। সেই জায়গাতেই তারা সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এমন কি চীনেও। আপনারা জানেন ভিয়েতনামেও সেই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এইখানে সব থেকে কম পুঁজিতে কর্মসংস্থান সম্ভব।"

তাহলে পার্টি সম্মেলন থেকে নিরুপমবাবুর প্রবন্ধ সবজায়গাতেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার শপথ। সেটাই নাকি ব্যাপক কর্মসংস্থান তথা উন্নয়নের বিকল্প পথ। আর তাই ১৯৯৪ থেকে প্রশস্ত করা হচ্ছে দেশি-বিদেশি বৃহৎ মালিকদের আগমনের পথ। সরকারি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা ডিএফআইডি-র পয়সায় বাধ্যতামূলক অবসর দিয়ে প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীকে ছাটাই করছে CPI(M)। রাজ্যের হাজার হাজার বন্ধ রুগ্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প চিরতরে গুটিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। অন্যদিকে কোনরকম আইন ছাড়াই ফলতা সহ বিভিন্ন জায়গায় SEZ চালুও ছিল এরাজ্যে। এহেন সময়ে ২০০৩ সালে উন্নতর বামফ্রন্টের SEZ বিল এল। বাজপেয়ী সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী মুরাসলি মারান SEZ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল ২০০০ সালে। ২০০৩ সালে আইন বানিয়ে CPI(M) দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকদের বুঝিয়ে দিল—আমিই সেরা সেবাদাস হতে পারি। আসুন, একবার দেখা যাক কি ছিল সেই CPI(M)-এর বানানো SEZ বিল ২০০৩-এ।

পশ্চিমবঙ্গ SEZ বিল ২০০৩

৩৫টি ধারা নিয়ে তৈরি এই আইনের ২(এ) ধারায় বলা হয়েছে 'যেন এটি একটি বিদেশি ভূখণ্ড'। এই আইনের ২১নং ধারায় বলা হয়েছে SEZ-এর সমস্ত নির্মাতা ও সংস্থার ওপর তদারকির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থই বিবেচিত হবে। এই আইনের ২৭(১) ধারায় SEZ নির্মাতা ও সংস্থা দ্বারা পণ্য ও পরিষেবার ক্রয়-বিক্রয়কে সমস্ত রাজ্যস্তরের কর, শুল্ক, সেস বা বিমুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ২৭(২) ধারায় বলা হয়েছিল, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোনো স্ট্যাম্প ডিউটি বা রেজিস্ট্রেশন ফি লাগবে না। ২৫(৬) ধারায় ছিল, SEZ সংস্থার বিদ্যুৎ শুল্ক চিরস্থায়ীভাবে ছাড়ের কথা।

১৯৯৪ থেকে ২০০৩, ২০০৩ থেকে ২০০৭ সিপিএম এ রাজ্যের মুখ আর মুখোশটাতে ফারাক রাখতে পারেনি আর। এই সিপিএম এখনও অন্য রাজ্যে জমি রক্ষার আন্দোলনে সামিল। খাম্মামে কংগ্রেস সরকার আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিচালিয়ে গণহত্যা করলে সিপিএম অন্ধ্র বনধ ডাকে। নন্দীগ্রামে ক্যাডার ও পুলিশবাহিনী দিয়ে নৃশংস ধর্ষণ-অত্যাচার-হত্যা চালিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে SEZ-এ সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ ১০০০ হেক্টর করার দাবিতে তীব্র লড়াই-এর হাঁক ছাড়ছে! মহারাষ্ট্রে, উড়িষ্যায়, উত্তরপ্রদেশে লড়াই-লড়াই হুঙ্কার ছাড়ছে।

কিন্তু শেষতঃ এই কর্মসংস্থানহীন উন্নয়ন অর্থাৎ মালিকদের মুনাফার হার যখন গুনিতকে ক্রমাগত বেড়েই চলবে, ক্ষমতায় বসে তা আটকানো যাবে না—তখন সেই উন্নয়নকে অর্থাৎ দেশি-বিদেশি মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্যই তাদের ডেকে আনো! তারা যাতে এখান থেকে ভালরকম সম্পদ লুটে নিয়ে যেতে পারে—তার আইনানুগ ব্যবস্থা কর! কেউ বিরোধিতা করলে পুলিশ আর দলীয় মাস্তান লেলিয়ে দাও! প্রয়োজনে গণহত্যা সংগঠিত কর! আর যেখানে এখনও ক্ষমতা জোটেনি সেখানে যতটা পারো আন্দোলন আন্দোলন খেলা চালিয়ে যাও! বাহবা CPI(M)। মালিকশ্রেণীর এত সুচতুর এজেন্ট ভূভারতে তো মিলবেই না—খুঁজলে বিদেশেও কি মিলবে? লালঝাণ্ডার আড়ালে আড়ালে দ্বিচারিতার এহেন আন্তর্জাতিক স্তরের নমুনা বিশ্ব-ইতিহাস সৃষ্টিকারীই বটে।

প্রতিরোধের অন্য নাম নন্দীগ্রাম-রায়গড়-পস্কো...

SEZ আইন ও তার প্রকল্প রূপায়ণ এদেশের বুকে অনেকটাই তীব্র করে তুলেছে মেরুকরণকে। SEZ গঠনের প্রক্রিয়াকে দ্রুত রূপায়িত করতে। মালিকশ্রেণীর মদতপুষ্ট দলগুলি কমবেশি প্রকাশ্য অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছে। দু'একটা ক্ষেত্রে কিছু দোদুল্যমানতা থাকলেও এই মেরুকরণ গোটা সমাজ জুড়েই একটা রূপ পেয়েছে। তাই মালিকশ্রেণীর মদতপুষ্ট দলগুলির বিরুদ্ধে দলবদ্ধভাবে-গোষ্ঠীবদ্ধরূপে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন আক্রান্ত মেহনতি মানুষ। তারা গড়ে তুলছেন পাল্টা ঐক্য। প্রতিরোধের ঐক্য। এরাজ্যের নন্দীগ্রামের লড়াই আজ গোটা দেশে এই প্রতিরোধের প্রতীক। টাটাদের হাতে জলের দরে জমি তুলে দিয়ে যে নবপর্যায়ের সূচনা। সিঙ্গুরের কৃষকরা প্রতিরোধের প্রথম পাঁচিলটা গড়ে তুলেছিলেন। সেই ভিতের ওপরই নন্দীগ্রামের জন্ম। ইন্দোনেশিয়ার বহুজাতিক সালিমের ৪৪০০০ একর SEZ গঠনের স্বপ্ন টুকরো টুকরো করে দিয়েছে ভরত মণ্ডল, শেখ সেলিমদের আত্মদান। প্রতিরোধের থাপ্পড় কষিয়েছে দাম্ভিক বুদ্ধের গালে। পশ্চিমবঙ্গে পাটিতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই-এর দামামা বেজেছে। SEZ গঠনের অপ্রতিরোধ্য গতিকে রোধ করে আজও দাঁড়িয়ে আছে নন্দীগ্রাম। দেশি-বিদেশি মালিকদের জন্য

বাম সরকারের ১ লক্ষ একর জমি কেড়ে নেওয়ার প্রকল্প আজ বড় ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছে। নন্দীগ্রামের প্রতিরোধের বার্তা গোটা দেশ জুড়ে ছড়িয়েছে।

নন্দীগ্রামের জুড়িদার মহারাষ্ট্রের রায়গড়। এ লড়াই আম্বানিদের ১৪০০০ হেক্টর SEZ গঠনের বিরুদ্ধে। আম্বানি-দেশমুখদের হাজার হাজার একর দখলের পরিকল্পনার প্রতিরোধে লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

কোরিয়ান ইস্পাত দৈত্য পস্‌কোর ইস্পাত কারখানা বানানোর জন্য ৪০০০ একর জমি ও সে অঞ্চলের লৌহখনির একচ্ছত্র অধিকার পেয়েছে। পস্কো এখন জমিটাকে SEZ করে ফেলতে চায় আর উড়িষ্যার রাজ্য সরকারের তাতে আপত্তি নেই। প্রতিরোধের লড়াই চলছে। উড়িষ্যার ধিনকিয়া, গজা কুজাঙ্গা এবং নুয়াদায়। ৫২০০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের জন্য ২২০০০ মানুষকে উচ্ছেদ করা হবে। এই প্রকল্পকে প্রতিরোধ করতে তীব্র লড়াই চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে।

পাঞ্জাবে উর্বর কৃষিজমিতে SEZ স্থাপন করা হচ্ছে। বার্নালার কাছে ট্রাইডেন্ট নামে একটি বেসরকারি সংস্থার SEZ গঠনের জন্য পাঞ্জাব রাজ্য সরকার জোর করে কৃষকদের হাত থেকে উর্বর কৃষিজমি কেড়ে নিচ্ছে। এর প্রতিবাদে কৃষকরা রাস্তায় নামলে রাজ্য পুলিশ নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে তাদের। অমৃতসরের কাছেও উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

বিবরণ না বাড়িয়েই এ কথা বলা চলে, গোটা দেশে SEZ নামক রঙবেরঙের উপনিবেশ বানানোর যে প্রক্রিয়া আজ চলছে, তাকে মেনে নিতে পারছেন না উচ্ছেদ হওয়া লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ। এদের বড় অংশটাই শ্রমজীবী। ভয়ংকর মেহনত করে বাঁচতে হয় তাদের। তাই নিতান্ত বাঁচবার তাগিদেই প্রতিরোধের সরাসরি লড়াইতে নেমে পড়েছেন তারা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে SEZ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সারিতে তারাই এসে দাঁড়িয়েছেন।

এর পাশাপাশি এই লড়াই মেরুকরণ ঘটাচ্ছে দেশের রাজনৈতিক শক্তি ও সচেতন সামাজিক বিভিন্ন শক্তি এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে। SEZ-এর পক্ষে না বিপক্ষে, SEZ আইন বাতিল না সংশোধন, SEZ প্রকল্প চালু রাখা না বন্ধ করা—এ ধরনের বিতর্কে অবস্থান নিতে হচ্ছে প্রায় সকলকেই ‘SEZ করতে চাওয়া’ বা ‘সংশোধনসহ SEZ করতে চাওয়া’দের দল যেমন একটা পক্ষ রচনা করছে, তেমনি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধভাবে না হলেও SEZ আইন ও প্রকল্প বাতিলের দাবিতে বিপরীত একটা শক্তিশালী পক্ষ রচনার ভিত্তি তৈরি করেছে, তার নানান প্রক্রিয়া আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রিয়াশীল।

শেষের শুরু অথবা শুরুর শেষ

SEZ বিরোধী আন্দোলনের বা অবস্থানের পরিণতির কথা আলোচনা করতে হলে, তা দু'দিক দিয়ে করা প্রয়োজন। এক, SEZ বাতিল করলেই কি সব সমস্যার সমাধান? কি করে মিটবে প্রকৃত সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা? কোন পথে সমাধান হবে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সমস্যার? যা আছে তা রেখে দেওয়াটাই কি প্রগতি? দুই, বর্তমান আন্দোলনের সঠিক দিশা কি? এটা কি কেবলই জমি রক্ষার লড়াই না আরো অন্য কিছু আছে এতে? কারা কিভাবে এই লড়াই-এর হাল ধরলে একটা সফল পরিণতির পথে পৌঁছতে পারে এই আন্দোলন? আসুন, আমাদের বোঝাপড়াটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করি।

বিকল্পটা কি?

আজ আমরা এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। পৃথিবী জুড়ে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই আজ নানা কারণে বেশ দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। এই দুর্বলতার সুযোগে আন্তর্জাতিকভাবে মালিকশ্রেণী তাদের সমস্ত ধরনের আধিপত্যকে বাড়িয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। অর্থনৈতিক আধিপত্যকে চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে যেতে হলে তাদের প্রয়োজন মুনাফার সর্বোচ্চ হার বজায় রাখা ও তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। গত ৯০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিকভাবে মালিকশ্রেণী ভারতে এই পরিকল্পনা লাগু করতে চাইছে। আমরা দেখেছি, বিশ্বায়নের নামে উদারিকরণ থেকে SEZ— এই পরিকল্পনারই অংশ। SEZ— এর মধ্যে দিয়ে উপনিবেশীকরণের নয়া প্রকল্প নামানোর পেছনে মালিকদের মনে কাজ করছে অতীতে শ্রমজীবী মানুষের বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-বিপ্লবের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা। মালিকশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমজীবী জনতার যে ঐতিহাসিক শ্রেণীগত বিরোধ পরস্পর বিরোধী স্বার্থের জন্য জন্ম নিয়েছে, তা কোনো প্রলেপেই মেটবার নয়। মালিকরা তা বোঝে বলেই তাৎক্ষণিক প্রলেপের পাশাপাশি দীর্ঘজীবী আধিপত্য কায়েম রাখার পরিকল্পনা নেয়। SEZ তারই অংশ। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র মেহনতি জনতার কাছে ‘মালিকী উন্নয়ন’-এর এই প্রকল্পকে বাতিল করানোর লড়াই-এর যেমন কোনো বিকল্প নেই, তেমনি ‘মালিকী উন্নয়ন’-এর পরিবর্তে ‘সামাজিক উন্নয়ন’-এর প্রকল্পকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী।

সামাজিক উন্নয়ন

যতদিন না মালিকী আধিপত্যের পূর্ণ উচ্ছেদ হচ্ছে, ততদিন পূর্ণ সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। মুনাফার লালসা সমাজ থেকে বিলুপ্ত না হলে উন্নয়নকে সর্বব্যাপক ও প্রকৃত মানবমুখী করে তোলা যাবে না। যে আর্থিক ব্যবস্থায় মুনাফার অস্তিত্ব বা স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন থাকবে না, যেখানে এই সমস্ত সঞ্চিত মুনাফা ব্যয় হতে পারবে সামাজিক উন্নয়নে অর্থাৎ শিক্ষা-স্বাস্থ্য-দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজে। অত্যন্ত কম সংখ্যক মানুষের ব্যাপক ক্রয়ক্ষমতা আর বেশিরভাগেরই নিঃস্ব অবস্থার বিপরীতে এদেশের বেশির ভাগ মানুষের সীমিত ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি—উৎপাদন ও আর্থিক প্রগতিতে এক ব্যাপাক জোয়ার আনবে। সংক্ষেপে, এই পথে এক সার্বিক উন্নয়নের সৃষ্টি হবে। একদিকে তা যেমন বহুধরনের বঞ্চনা আর শোষণের অবসান ঘটাবে, যা ছিল মুনাফা ভিত্তিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি, অন্যদিকে তা সমাজের মুনাফার স্বার্থবিহীন সামাজিক অর্থনীতির বিকাশে শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ মারফৎ আর্থিক প্রগতির সুরক্ষায় ভূমিকা পালন করবে।

আজকের SEZ গঠনের মালিকী পরিকল্পনাকে এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করতে পারলেই বিকল্পের ধারণা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। যদিও এই বিকল্প ব্যবস্থা কায়েম করা যুক্তিসঙ্গত হলেও সহজসাধ্য নয়—একথা সত্যি। আবার একই সঙ্গে এটাও সত্যি যে উন্নয়নের কোনো শর্টকার্ট রাস্তাও মেহনতি মানুষের কাছে উপস্থিত নেই। যতদিন সমাজে মালিকশ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন তারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের উপযোগী উন্নয়ন কর্মসূচিই নেবে এবং মুনাফার তীব্রতম লালসার কারণেই তারা কখনো আমাদের প্রস্তাবিত সামাজিক উন্নয়নের পথে যাবে না। বরং শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতাকে ভয় পায় বলেই তাদের বাঁধতে চায় আরো কঠিন-কঠোর বন্ধনে। SEZ আইনের মর্মবস্তুকে এই নিরিখে বুকে নিলে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি জনতার মৌলিক লক্ষ্য স্থির করতেও কোনো অসুবিধে থাকে না। অবশ্যই আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা সম্ভব একমাত্র মালিকী রাজের অবসানে

তথা শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি জনতার অর্থাৎ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ উৎপাদনকারী মানুষের বিকল্প আধিপত্য স্থাপনে। তাহলে আমাদের বিচারে মালিকশ্রেণী মুনাফার সর্বোচ্চ হার বৃদ্ধি এবং শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণকে আটকানোর বন্দবস্ত করা— এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়েই তার আধিপত্যকে প্রসারিত করছে। বিশ্বায়ন-উদারিকরণ-বেসরকারীকরণ-SEZ প্রবর্তন প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে মালিকশ্রেণী সেই আধিপত্যকেই শক্তিশালী করছে। ভারতের বিপুল জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশের ব্যাপক সম্পত্তি বৃদ্ধি করে ও ৮০-৮৫ শতাংশ ভারতবাসীকে নিঃস্বতর করে 'মালিকী উন্নয়ন' রচনা করছে। বিপরীতে বর্তমান মালিকী আধিপত্যকে বিনাশ করে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি মানুষের নতুন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মালিকশ্রেণী কর্তৃক লুঠ করা সম্পদ উদ্ধার ও পুনর্ব্যবহার করে বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো যাবে। এখানে উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি হল সমাজের নিঃস্বতর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উন্নয়ন, যার প্রয়োগিক দিক হল ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি। মুনাফার স্বার্থবিহীন অফুরন্ত কর্মসংস্থান। প্রযুক্তি সেখানে কর্মসংস্থানের বিকাশকে সেবা করবে, মালিকের মুনাফাকে নয়। গোটা সামাজিক সম্পদ যেহেতু এই কাজে ব্যবহৃত হবে—তাই সামাজিক নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ করে তোলা হবে এই সমাজের লক্ষ্য। সুতরাং আসল লড়াইটা দৃশ্যমান আধিপত্যের সঙ্গে আপাত অদৃশ্য ভবিষ্যত বিকল্প আধিপত্যের। বিকল্প আধিপত্যের ধারকবাহক অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর ও মেহনতী জনতার সামনে আজকের আক্রমণটা নিছক ছোটখাটো কোনো আক্রমণ নয়। মালিকশ্রেণীর আশু ও সুদূরপ্রসারী স্বার্থরক্ষার এই ছককে তাই পাল্টা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দিশাতেই প্রতিরোধ করতে হবে। এ নিছক জমি রক্ষার আন্দোলন নয়, এ লড়াই মেহনতি জনগণের সংগঠিত হবার ন্যূনতম আধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই, কর্মহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই। মালিকশ্রেণীর আধিপত্যের হাত প্রসারিত হতে না দেবার সচেতন লড়াই। পাল্টা আধিপত্যের স্বপ্নকে দৃশ্যমান করে তুলবার সচেতন সংগ্রাম এটা।

আসুন, জোট বাঁধি—
সংগ্রামী বামপন্থাকে আর লড়াকু সমস্ত শক্তিকে
ঐক্যবদ্ধ করি প্রতিরোধের লড়াইয়ে

এই সংগ্রামের সবথেকে বড় সমস্যা হল লড়াই-এর ঐক্যবদ্ধ আধারের অভাব। মালিকশ্রেণীর পক্ষে রাজনৈতিক মেরুকরণ যখন অনেক স্পষ্ট তুলনামূলক ঐক্যবদ্ধ—সেখানে মেহনতি মানুষের সংগ্রামী ঐক্যের প্রক্রিয়া আমাদের দেশে বেশ দুর্বল। অথচ, দুনিয়ার দেশে দেশে মেহনতি মানুষের এই লড়াই লালঝাণ্ডার নেতৃত্বেই বিকশিত হয়েছে। হাজারো আত্মত্যাগের মধ্যে বিজয়ীও হয়েছে। আবারো ইতিহাসের কোনো পর্বে মালিকশ্রেণীর মার খেতে খেতে পিছু হঠেছে—থমকে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু লালঝাণ্ডাকে মালিকশ্রেণীর পায়ে নামিয়ে রেখে এ লড়াইকে শেষ করে দেওয়া যায়নি কোথাও-ই। এখানে CPM-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সেই আত্মসমর্পণের পথ নিলেও সংগ্রামী বামপন্থা শেষ হয়নি ভারতে। সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, রায়গড় থেকে পস্কো—ভারতের সমস্ত প্রান্তের লড়াই-এ অসংখ্য গণতান্ত্রিক শক্তির সমাবেশে উপস্থিত তারাও। আবার সময়ের চাহিদা যে প্রতিরোধ লড়াই-এর, তাতে ঘোলাজলে মাছ ধরতে উপস্থিত অনেকেই— কেউ ক্ষমতায় না থাকা ভোটের দল, কেউ ত্বগুণ্ঠ কেউবা অন্য কিছু।

এইসব প্রতিবন্ধকতা থেকে লড়াইকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে সংগ্রামী বামপন্থার এক অন্যমাত্রার ভূমিকা। যেহেতু কেবলমাত্র তাদেরই আছে মালিকশ্রেণীর আধিপত্যকে পরাজিত করে মেহনতিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দিশা, আছে সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকার সংগ্রামী মনোভাব-উদ্যোগ-প্রয়োগ, তাই তারাই পারবেন সমস্ত সম্ভাব্য সংগ্রামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে, নতুন ভারত রচনা করার দায় থেকেই একাজের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আসুন, বিচ্ছিন্নতার বেড়াজালকে ছিন্ন করে, আমরা অগ্রসর হই মুনাফামুক্ত এক পৃথিবীর গড়ার দিকে।

- **দেশী বিদেশী মালিকশ্রেণীর শোষণের নয়া হাতিয়ার—**
- **শ্রমজীবী মানুষকে দাস বানানোর নয়া কৌশল—**
- **মালিকশ্রেণীর আজ্ঞাবাহী রঙবেরঙের সব সরকারের মদতপুষ্ট—**

বিশেষ আর্থিক অঞ্চল (SEZ) আইন '০৫ ও সমস্ত (SEZ) প্রকল্প বাতিল কর!

মজদুর ক্রান্তি পরিষদের পক্ষে কমঃ বীনানন্দ ঝা কর্তৃক প্রকাশিত।
যোগাযোগ— (0)9231921556
mazdoorkrantiparishad@gmail.com